আলমডাঙ্গায় হাত-পা বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পুকুরের পানিতে অচেতন অবস্থায় সাইদুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের মৃত মোহত আলীর ছেলে সাইদুর রহমান পেশায় একজন গাছকাটা দিনমজুর। এলাকাবাসীর কাছে তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের মৃত জহির উদ্দিনের ছেলে মঞ্জিলুর রহমানের সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দীর্ঘদিন ধরে সাইদুর রহমানের বিরোধ চলে আসছিল। পাশাপাশি বসবাসের কারণে জমির সীমানা ও দখল নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো।

গত ১৩ জুন শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ একই পাড়ার একটি মাদ্রাসার পেছনে অবস্থিত পুকুর থেকে সাইদুর রহমানকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে।

কে বা কারা সাইদুর রহমানকে হাত-পা বেঁধে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে, সে বিষয়ে এলাকাবাসী নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেনি। তবে তার পরিবারের সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিনের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে মঞ্জিলুর রহমানের সঙ্গে বিরোধই এ ঘটনার প্রধান কারণ হতে পারে।

এ ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। একজন সুস্থ মানুষকে এভাবে হত্যার চেষ্টার ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিরাপত্তা তৈরি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ও এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরায়েল বলেন, “সাইদুর রহমানকে উদ্ধার করে প্রথমে আলমডাঙ্গা উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে। খুব দ্রুত জড়িতদের গ্রেফতার করা হবে।”

কুষ্টিয়ায় নানাবাড়ি বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় পুকুরে ডুবে কণিকা (১০) নামে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলার মোড়াগাছা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কণিকা ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কালীশংকরপুর গ্রামের বিপুল আলীর মেয়ে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ঈদের ছুটি উপলক্ষে বাবা-মায়ের সঙ্গে সে মোড়াগাছা গ্রামে তার নানা আব্দুর রাজ্জাকের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

কণিকার মামা মিলন হোসেন জানান, ঈদের পরদিন তার বোন স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। রোববার দুপুরে কণিকা ও প্রতিবেশী শিশু রবিন বাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত ইটভাটার পুকুরে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে কণিকা পানিতে তলিয়ে যায়। সঙ্গে থাকা রবিন বাড়িতে ফিরে বিষয়টি জানালে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরের গভীর থেকে কণিকাকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সবুজ সায়েম জানান, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছিল। ফলে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ হয়নি।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা জাকির হোসেন

বলেন, পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে শিশুটির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ, চাষির ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি

কোটচাঁদপুরে পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মারার অভিযোগ উঠেছে।গত শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের ‘রুমি মৎস্য হ্যাচারীতে।

এতে করে ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী মাছ চাষি রমজান আলী বিশ্বাস। এ ব্যাপারে গত শনিবার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই চাষি।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের মাছ চাষি রমজান আলী বিশ্বাস (৫৬)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মাছ চাষ করে আসছে। ২০ বছর আগে সে ১৫০ বিঘা জমি দিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। যার মধ্যে তাঁর নিজস্ব জমি ৩০ বিঘা। বাকি ১২০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে চাষ করেন। বর্তমানে তিনি ওই এলাকায় ২৫০ বিঘা জমিতে মাছ চাষ করেন। আর এ মাছ চাষ ঘিরে তিনি গড়ে তুলেছেন রুমি মৎস্য হ্যাচারী। শুক্রবার দুপুরে ওই হ্যাচারি সংলগ্ন ১০ বিঘা একটি পুকুরে বিষ দেন দূর্বৃত্তরা। এতে করে ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী চাষি।

তিনি বলেন, দুপুর তখন ২টা বাজে। খবর পেয়ে পুকুরে গিয়ে দেখতে পায় পুকুরে মাছ মরে ভেসে আছে।

তিনি বলেন,রেনু পোনার চাষ করতে হলে, কিছু মাছ পুকুরে মজুদ করে রাখতে হয়। আর সেই মাছ বড় করে, তা থেকে ডিম নিয়ে রেনু মাছ হয়ে থাকে। এটি ছিল আমার মজুত করা সেই পুকুর। এ পুকুরে আমার অনেক মাছ মজুদ ছিল। যা দূর্বৃত্তরা বিষ দিয়ে মেরে দিয়েছেন। যার মধ্যে ছিল

রুই, কাতলা, মৃগেলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। এতে করে প্রায় ১৭/১৮ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে। শনিবার রাতে ঘটনাটি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন চাষি রমজান আলী বিশ্বাস। চেয়েছেন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীন ইসলাম বলেন,এটা ফৌজদারি ঘটনা। এখানে আমাদের কিছু করার নাই। ওনি থানার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল হয়।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এস আই) আব্দুর রহিম বলেন,অভিযোগ হাতে পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল শিশু হাসানের

ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্য নানাবাড়ীতে বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল ৫ বছরের শিশু হাসানের। ঘটনাটি ঘটেছে আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামে। দুই গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে আনুমানিক ১০টার দিকে এ হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। শিশুটির অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও পুরো গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়া গ্রামের ইসরাইল হোসেনের স্ত্রী তার বাপের বাড়ি ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্য সন্তানদের সাথে নিয়ে খোরদ গ্রামে বেড়াতে আসেন। পারিবারিক আনন্দঘন পরিবেশে সবার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিল ছোট্ট হাসান। সকালে সে তার নানা লাল্টু হোসনের সঙ্গে স্থানীয় ভোটকেন্দ্রে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান শেষে নানা-নাতি বাড়ীতে ফিরে আসে।

বাড়ীতে ফিরে সমবয়সী অন্য শিশুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে থাকে হাসান।

খেলার এক পর্যায়ে সবার অগোচরে বাড়ীর পাশের মাঠের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট পুকুরের দিকে চলে যায়। অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে গেলে সে আর উঠতে পারেনি।

কিছু সময় পর শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

একপর্যায়ে বাড়ির পাশের পুকুরে তাকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে দ্রুত উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে তড়িঘড়ি করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা- নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়। এদিকে খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে স্বজনদের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। নানাবাড়িতে বেড়াতে এসে এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় পুরো খোরদ গ্রামে শোকের মাতম চলছে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ নিধন; ৬ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর দীঘির পাড়ার আলম নামের এক মৎস্য চাষির ৫ বিঘা জলকরে রাতের আঁধারে কে বা কাহারা শত্রুতামূলক বিষ প্রয়োগে করেছে। এতে পুকুরের সব মাছ মরে ভেসে উঠেছে। গতকাল শুক্রবার জয়রামপুর দিঘির পাড়ার পুকুরে রাতে কে বা কাহারা বিষ ট্যাবলেট দিয়ে এই মাছ মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেছে মৎস্য চাষি আলম।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলা সদরে দশমী পাড়ার ইউনুচ আলির ছেলে আলম জয়রামপুর দিঘি পাড়ায় ৫ বিঘা পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে উক্ত পুকুরে গিয়ে দেখে যে, পুকুরে গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ প্রয়োগ করিয়া সমুদয় মাছ মারিয়া

ফেলেছে। পুকুরের সমুদয় মাছ ভেসে উঠেছে। এতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার মাছ ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। এমন খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মরা মাছ দেখতে এলাকার উৎসুক জনতা ভিড় জামাই পুকুর ধারে।

স্থানীয়দের মতে এই ধরণের কাজ যেই করুক না কেন তাকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে।যাতে ভবিষ্যতে যেন এমন ক্ষতি কেউ কারো না করতে পারে।

মাছ চাষী আলম বলেন, আমাদের পুকুরে গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ প্রয়োগ করিয়া সমুদয় মাছ মারিয়া ফেলেছে। আমার পুকুরের সমুদয় মাছ ভেসে উঠেছে এবং আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকার মাছ ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। ইহাতে আমি আর্থিক দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি। এখন ঋণের টাকা কিভাবে পরিশোধ করব সেই চিন্তায় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডঃ মশিউর রহমান বলেন ,পুকুরে বিষ প্রয়োগের ফলে যে মাছ মারা যায়। সেই মাছ খেলে স্বাস্থ্য হানি হতে পারে । যেহেতু মাছে বিষ বিদ্যমান থাকে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পুকুরে বিষ প্রয়োগে মাছ মেরে ফেলেছে এই মর্মে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিভাবে মাছ মারা গেছে এখনই বলা যাচ্ছে না। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীর বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ানুর
(৫) নামক এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইয়ানুর চরগোয়ালগ্রামের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর ১১টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ার মতি হাজীর পুকুরের পাশে খেলতে গিয়ে পানিতে ডুবে শিশু

ইয়ানুর মারা যায়।

স্থানীয়রা জানায়, চরগোয়ালগ্রামের ভ্যানচালক জিয়ারুল ইসলাম বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প পাড়ায় একটি বাড়িতে ভাড়ায় ছিল। প্রতিদিনের মতো শিশু ইয়ানুর দুপুরে খেলতে বের হয়েছিল। খেলার একপর্যায়ে মতি হাজীর পুকুরে পড়ে যায়৷ অনেক খোঁজাখুঁজির পর ইয়ানুরকে দেখতে না পেয়ে তার মা পুকুর পাড়ে গিয়ে শিশুটিকে ভাসতে দেখে।

পরে স্থানীয়রা শিশু ইয়ানুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য বাংলা ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বাণী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দামুড়হুদায় গ্যাস ট্যাবেলট দিয়ে পুকুরের মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ

দামুড়হুদার কেশবপুর গ্রামে রাতের আধারে গ্যাস ট্যাবলেট দিয়ে পুকুরের মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে কেশবপুর গ্রামের সরকারি প্রাইমারি স্কুলের সামনে অবস্থিত প্রায় ৫ বিঘা পুকুরের মাছ মেরে দেয় দূর্বৃত্তরা। এতে প্রায় ৬ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

এ ঘটনায় পুকুরের মালিক কেশবপুর গ্রামের আবুল মল্লিকের ছেলে আব্দুর রফিক বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রফিক একজন মৎস চাষী। দামুড়হুদা থানাধীন কেশবপুর গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের সম্মুখে প্রায় ০৭ বিঘা জমিতে একটি পুকুর রয়েছে সেখানে প্রায় ০৫ বিঘা জলকর আছে। সেখানে ০৭ বছর যাবৎ আব্দুর রফিক ঐ পুকুর লীজ গ্রহণ করে মাছ চাষ করে আসছে। সেই সুবাদে গত বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮ টার

সময় দামুড়হুদা থানাধীন কেশবপুর গ্রামস্থ প্রাইমারী স্কুলের সম্মুখে পুকুরটি দেখাশোনা করে নিজ বাড়িতে চলে আসে। গতকাল শুক্রবার ভোর আনুমানিক সাড়ে ৫ টার সময় পুকুরে এসে দেখে যে, গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ প্রয়োগ করে কে বা কাহারা পুকুরের সমুদয় মাছ মেরে ফেলেছে। যার আনুমানিক মূল্য ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ)টাকা।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর বলেন, এ বিষয়ে একটা অভিযোগ পাওয়া গেছে তদন্ত স্বাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হিজলগাড়িতে খেলতে গিয়ে বাড়ির পাশের পুকুরের পানিতে ডুবে আরিয়ান নামের দেড় বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে সদর উপজেলার হিজলগাড়ি মাঝের পাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আরিয়ান একই গ্রামের বাসিন্দা খতিব মিয়ার ছেলে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, সকাল ৭ টার দিকে সবাই কাজে ব্যাস্ত ছিলো। আরিয়ান খেলা করছিলো সে সময়। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে।

তারা আরও জানান, দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজি পর শিশুটিকে পুকুরের পানি থেকে উদ্ধার করা হয়। খেলার ছলে সবার অগোচরে শিশুটি পুকুরে পড়ে যায় কেও জানতে পারেনি।একমাত্র পুত্র সন্তান হারিয়ে বাবা মা পাগলের প্রলাপ বকছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, খেলতে যেয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত হয়েছে। এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা

হয়েছে।

গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে মুরসালিন (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে উপজেলার কল্যাণপুর মন্ডলপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত মুরসালিন ওই গ্রামের মোঃ আলাউদ্দিনের ছেলে এবং নওদাপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে মুরসালিন ও আরও কয়েকজন মিলে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে গোসল করতে যায়। গোসলের এক পর্যায়ে মুরসালিন পুকুরের মাঝখানে চলে গেলে হঠাৎ করেই ডুবে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ বানী ইসরাইল পানিতে ডুবে শিশু মুরসালিনের মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে দিনমজুরের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভার পশুহাট এলাকার একটি পুকুরের পানিতে ডুবে খাইরুল ইসলাম (৩৫) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টার পর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত খাইরুল ইসলামের বাড়ি উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের লস্কর আলী পাড়ায়। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর।

পরিবার ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, খাইরুল দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও মৃগী রোগে ভুগছিলেন।

স্থানীয় শ্রমিকেরা জানান, এদিন সকালে খাইরুলসহ কয়েকজন শ্রমিক পৌরসভার পশুহাট এলাকার একটি বড় পুকুরে কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজে যোগ দেন। সারা দিন কাজ শেষে সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নেন। তবে খাইরুলকে তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রথমে ধারণা করা হয় তিনি হয়তো বাড়ি ফিরে গেছেন। কিন্তু খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে তার মরদেহ ভাসতে দেখা যায়। স্থানীয় শ্রমিক ও এলাকাবাসী মরদেহটি উদ্ধার করে। খাইরুল দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হঠাৎ এভাবে মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান জানান, মৃগী রোগের কারণে খাইরুল পানিতে ডুবে মারা যান বলে ধারণা করা হচ্ছে। যেহেতু পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই, তাই আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।